Turning Point

Bank Job Aid

Focus Writing Module – 1

Developed & Presented by

Aashfak Dipu

Chief Advisor

Turning Point Job Aid

A Complete Preparatory Package for Bank Job Written Part

Session Content

1. Economic Growth & Poverty Reduction History of Bangladesh.
2. Bangladesh's Journey of Rural Development and Poverty Reduction.
3. How garment sector contributed to the poverty reduction and economic development of Bangladesh?
4. How remittance income contributed to the poverty reduction and economic development of Bangladesh?
5. What are the factors that contributed Bangladesh to achieve consistent high growth rate over the last two decades?
6. বাংলাদেশঃ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের রোল মডেল।
7. 'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' বিষয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা করুন।

Data Table

Timeline (Decade)	Population (Crore)	GDP ($ Billion)	Per Capita Income ($)	Remittance Income ($ B)	Export ($ B)	RMG Sector Income ($ B)
72s	6.93	6.28	94.38		0.35	
80	8.39	18.13	227.75		0.99	
90	10.71	31.59	306.26	0.763	1.86	0.62
00	12.91	53.36	418.06	1.88	6.59	4.58
10	14.83	115.27	781.15	10.98	18.47	12.5
15	15.78	195.07	1248.45	15.31	33.82	25.49
20	-	373.90	2270.34	18.21	45.99	27.95
21	-	416.26	2503.04	24.78	44.38	31.46
22	17.11		2824.00	21.03	52.08	42.61

Economic Growth Triggered by Robust Remittance and Export Income Resulted Historic Triumph in Poverty Reduction and Human Development for Bangladesh.

A war-torn country of 70 million people, 90% of whom were living below the poverty line became 35th largest economy in next 50 years and could set a new standard in poverty reduction and economic development. In the very first 2 decades the economy crippled, was much more dependent on foreign grant and loan, gained strengths by course of time, speeded up after 2000 and finally could prove that the 'bottomless basket' case is no more. A robust demographic dividend, strong ready-made garment (RMG) leaded export, resilient remittance inflow, and stable macroeconomic conditions have supported rapid economic growth over the past two decades for Bangladesh.

Decade - 1 and 2: 1972 -1980

Bangladesh had to go through political and economic hurdles in 70 and 80s decades and couldn't surpass 4% growth. Per-capita income reached from $94 to $306 only in first two decades and GDP size grew from $6B in 1972 to $31B by 1990. Private sector contributed only 11% to country's economy in the 1970s; remaining 89% came from the government sector. Situation, in fact, started changing with widespread participation of private sector because of introducing free market economy in the 1990s. Since then, a vibrant entrepreneur class emerged that could keep local markets vibrant and export easy.

Decade – 3: 1990-2000

In 1990-2000, Bangladesh has experienced major improvements on a number of development indicators; economic growth reaching 5% for the first time, remittance income surpassed $1B in 1993-94. Export reached to $6B and remittance income approximately $2B contributed GDP to cross $50B landmark by 2000. In 2000, government spent about $8.56 per capita in health care, extreme poverty declined from 43% in 1991 to 14% in 2016. Bangladesh could perform very well in population regulation, reducing infant mortality, and increasing literacy rate (29% in 1980 to 47% in 2000).

Decade – 4: 2000-2010

Discussion on economic potential of Bangladesh first started in the international arena from 2005 when Goldman Sachs listed Bangladesh, titled 'Next Eleven' (N-11) comprising 11 developing countries with high growth potential. Export reached $10B when growth rate hits all times high of 6.50% and remittance income was near approximately $5B by 2005. By this time, RMG established as the only multi-billion dollar exporting industry comprising 75% of export earnings and creating employment for 3.5 million people 90% of whom were women.

Decade – 4: 2010-2020

Bangladesh experienced a magical growth of near about 4 times in the period 2010 - 2022 when a $115B dollar economy in 2010 reached to $460B in 2022 and per capita income from $780 to almost $2,800 and listed at 35th place among the countries of largest GDP size by WB. Around $11B remittance income in 2010 reached to approximately $23B in 2023 assisted to boost the economy to maintain 6% to 7% growth and lowering poverty rate to below 18%. Export income crossed $55B landmark in the last FY and expected to set a new country highest by this 2023-2024. Foreign exchange reserve reached record high of $48B in August, 2021 and a number of mega projects already came into service. From 2001 to 2020, 33 million people could come out of poverty, according to World Bank. Life expectancy at birth reached to 72 years from 46 in 1972 indicating incredible human capital development that was also reflected in great success of MDG goal achievement.

To achieve its vision of attaining SDG goals by 2030 and upper middle-income status by 2031, Bangladesh needs to create jobs and employment opportunities through a competitive business environment, increase human capital and build a skilled labor force, build efficient infrastructure, and establish a policy environment that attracts private investment. Development priorities should include diversifying exports beyond the RMG sector; deepening the financial sector; making urbanization more sustainable and strengthening public institutions, including fiscal reforms to generate more domestic revenue for development. Addressing vulnerability to climate change and natural disasters will help Bangladesh to continue to build resilience to future shocks. Pivoting towards green growth would support the sustainability of development outcomes for the next generation.

'অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ / বাংলাদেশ ঃ এশিয়ার 'ইমার্জিং টাইগার'

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের ১৯৭৪ এ বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা 'বটমলেস বাস্কেট' এর মোক্ষম জবাব এল ২০১০ এ ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের শিরোনামে ঃ 'বাংলাদেশ "বাস্কেট কেস" নো মোর'। মাঝের ৩৬টা বছরে বাংলাদেশ শুরুতে এগিয়েছে ধীরে ধীরে, বাড়িয়েছে নিজস্ব সক্ষমতা, কমিয়েছে পরনির্ভরতা, আর এখন ছুটছে দূর্বার গতিতে। বিশ্ব ব্যাংকের র‍্যাংকিং-এ বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। 'প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপারস্ (পিডব্লিউসি)' তাদের গবেষণায় বলেছে, ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। দারিদ্র বিমোচন, লিঙ্গ সমতা ও সামাজিক উন্নয়ন, অবকাঠামো ও মানবসম্পদ, জীবনমানের উন্নয়নসহ অর্থনীতির সকল সক্ষমতা সূচকে অসাধারণ অর্জন এনে দিয়েছে স্বীকৃতি - বাংলাদেশ 'এশিয়ান ইমার্জিং টাইগার'।

স্বাধীনতার প্রায় ৫২ বছর পর আজকের এখানে পৌঁছুতে বাংলাদেশ পাড়ি দিয়েছে অনেকটা বন্ধুর পথ। সত্তরের দশকে বাংলাদেশ ছিল পুরোপুরি বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর একটি দেশ এবং এই সাহায্য নির্ভরতা প্রকট হয় আশির দশকের প্রায় পুরোটা সময়। স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে দীর্ঘ ২৫ বছরে বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ শতাংশের মত, পরের দশ বছরে তা বেড়ে হয়েছে ৫ শতাংশ, আর বিগত ১২ বছর ধরে গড় প্রবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ শতাংশে। অর্থাৎ প্রতি দশকে গড়ে প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে ১ শতাংশের মত। এলডিসিভুক্ত দেশের তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বের হওয়া যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র, তখন বাংলাদেশ চোখ রাখছে দুই অংকের প্রবৃদ্ধিসহ ২০৩১ এর মধ্যে উচ্চ মধ্যম এবং ২০৪১ এর মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার।

১৯৭২-৭৩ সময়ে চলতি বাজার মূল্যের ভিত্তিতে মাথাপিছু আয় ছিল ১০০ ডলারেরও কম; ৫০ বছর বাদে মাথাপিছু আয় এখন প্রায় তিন হাজার ডলার ছুঁই ছুঁই যা ২০৪১ নাগাদ সাড়ে বারো হাজার ডলারে পৌঁছুবে। ৭২ এ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করত প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ, যা এখন নেমে এসেছে ১৮ শতাংশে এবং ২০৪১ এ শতভাগ দারিদ্র মুক্তির লক্ষ্যে লড়ছে বাংলাদেশ। এমডিজিতে অভাবনীয় সাফল্যের হাত ধরে ২০৩০ এ এসডিজির লক্ষ্য পূরণ এবং ২০৪১ এর মধ্যে সুখি ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার সাফল্যে উদ্ভাসিত হবে স্বাধীনতার প্লাটিনাম জুবিলি।

স্বাধীনতা পরবর্তী অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত অধিক জনবহুল ও দরিদ্র একটি দেশ এখন সারা বিশ্বের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। দুর্নিবার দারিদ্র দূর করে দূর্বার গতিতে এগুনো এই দেশটির রয়েছে দুর্দান্ত প্রাণশক্তি। স্বীকৃত সম্ভাবনার সামগ্রিক বাস্তবায়ন অচিরেই বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করবে এশিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতির একটিতে। আজকের আলোচিত 'ইমার্জিং টাইগার' অচিরেই পরিনত হবে 'এশিয়ান জায়ান্টে'।

বাংলাদেশঃ উন্নয়ন ও দারিদ্র বিমোচনের রোল মডেল

মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নিরাপত্তা উপদেষ্টা হেনরি কিসিঞ্জারের ১৯৭৪ এ বাংলাদেশ সম্পর্কে বলা 'বটমলেস বাস্কেট' এর মোক্ষম জবাব এল ২০১০ এ ওয়াল স্ট্রিট জার্নালের শিরোনামে ঃ 'বাংলাদেশ "বাস্কেট কেস" নো মোর'। মাঝের ৩৬টা বছরে বাংলাদেশ শুরুতে এগিয়েছে ধীরে ধীরে, বাড়িয়েছে নিজস্ব সক্ষমতা, কমিয়েছে পরনির্ভরতা, আর এখন ছুটছে দূর্বার গতিতে। বিশ্ব ব্যাংকের র‍্যাংকিং-এ বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ৩৫তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। 'প্রাইস ওয়াটারহাউস কুপারস্ (পিডব্লিউসি)' তাদের গবেষণায় বলেছে, ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৩তম বৃহৎ অর্থনীতির দেশ। দারিদ্র বিমোচন, লিঙ্গ সমতা ও সামাজিক উন্নয়ন, অবকাঠামো ও মানবসম্পদ, জীবনমানের উন্নয়নসহ অর্থনীতির সকল সক্ষমতা সূচকে অসাধারণ অর্জন এনে দিয়েছে স্বীকৃতি - বাংলাদেশ 'এশিয়ান ইমার্জিং টাইগার'।

স্বাধীনতার প্রায় ৫২ বছর পর আজকের এখানে পৌঁছুতে বাংলাদেশ পাড়ি দিয়েছে অনেকটা বন্ধুর পথ। সত্তরের দশকে বাংলাদেশ ছিল পুরোপুরি বৈদেশিক সাহায্য নির্ভর একটি দেশ এবং এই সাহায্য নির্ভরতা প্রকট হয় আশির দশকের প্রায় পুরোটা সময়। স্বাধীনতার পর থেকে শুরু করে দীর্ঘ ২৫ বছরে বাংলাদেশের গড় প্রবৃদ্ধি ছিল ৪ শতাংশের মত, পরের দশ বছরে তা বেড়ে হয়েছে ৫ শতাংশ, আর বিগত ১২ বছর ধরে গড় প্রবৃদ্ধি বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৭ শতাংশে। অর্থাৎ প্রতি দশকে গড়ে প্রবৃদ্ধির হার বেড়েছে ১ শতাংশের মত। এলডিসিভুক্ত দেশের তালিকা থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে বের হওয়া যখন সময়ের ব্যাপার মাত্র, তখন বাংলাদেশ চোখ রাখছে দুই অংকের প্রবৃদ্ধিসহ ২০৩১ এর মধ্যে উচ্চ মধ্যম এবং ২০৪১ এর মধ্যে উচ্চ আয়ের দেশ হওয়ার।

১৯৭২-৭৩ সময়ে চলতি বাজার মূল্যের ভিত্তিতে মাথাপিছু আয় ছিল ১০০ ডলারেরও কম; ৫০ বছর বাদে মাথাপিছু আয় এখন প্রায় তিন হাজার ডলার ছুঁই ছুঁই যা ২০৪১ নাগাদ সাড়ে বারো হাজার ডলারে পৌঁছুবে। ৭২ এ দারিদ্র সীমার নিচে বাস করত প্রায় ৯০ শতাংশ মানুষ, ১৯৯০ এই হার ছিল ৫৮.৮ শতাংশ, যা এখন নেমে এসেছে ১৮ শতাংশে এবং ২০৪১ এ শতভাগ দারিদ্র মুক্তির লক্ষ্যে লড়ছে বাংলাদেশ। বিগত এক দশকে প্রায় ৩.৫ কোটি মানুষকে দারিদ্র সীমার নিচে নামিয়ে এনে দারিদ্র বিমোচনে সারা বিশ্বের জন্য নতুন মাপকাঠি তৈরী করেছে বাংলাদেশ। এমডিজিতে অভাবনীয় সাফল্যের হাত ধরে ২০৩০ এ এসডিজির লক্ষ্য পূরণ এবং ২০৪১ এর মধ্যে সুখি ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ার সাফল্যে উদ্ভাসিত হবে স্বাধীনতার প্লাটিনাম জুবিলি।

স্বাধীনতা পরবর্তী অবকাঠামোগত ও অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যস্ত অধিক জনবহুল ও দরিদ্র একটি দেশ এখন সারা বিশ্বের আগ্রহের কেন্দ্রবিন্দু। দুর্নিবার দারিদ্র দূর করে দূর্বার গতিতে এগুনো এই দেশটির রয়েছে দুর্দান্ত প্রাণশক্তি। স্বীকৃত সম্ভাবনার সামগ্রিক বাস্তবায়ন অচিরেই বাংলাদেশকে প্রতিষ্ঠিত করবে এশিয়ার সবচেয়ে বৃহৎ অর্থনীতির একটিতে। আজকের আলোচিত 'ইমার্জিং টাইগার' অচিরেই পরিনত হবে 'এশিয়ান জায়ান্টে'।